

পীচ ফল

বেশ কিছু সময় মুখে হাত রেখে পীচ ফলটাকে দেখি
মনের মধ্যে সহস্র ফিল্টার কাজ করে
দেখার ধরণ গুলো যেন ধীরে ধীরে পাল্টে গেছে
টাইম জোন পাল্টানোর সাথে সাথে

রাস্তার ডান দিক ধরে চলতে চলতে থেমে যাই
হাত দুটো দেখি, কোনটা ডান আর কোনটা বাম

কোনও কিছুতেই কিছু যায় আসে না - এই ভেবে
বরফের মধ্যে খচ্ খচ্ পা ঢুকিয়ে হেঁটে যাই
গুগুল ম্যাপ যদিও বলে দিতে পারে গন্তব্য কোথায়
তবু, প্রায় দু-ঘন্টা হারিয়ে যাই চীনা পল্লীতে

লোকজন নেই কোথাও
রাস্তার দু-পাশে সারি সারি গ্রাফিতি দেওয়াল
বিকট শব্দে হঠাৎ ছুটে যায় আগুন নেভানোর গাড়ি

হালকা তুষার পাতে আমি হেঁটে চলি একা
আর কল্পনা করি কোলকাতার ফুটপাথের চা দোকান
এবং দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়ছে
এক চুল উঠে যাওয়া বৃদ্ধ

কোনও কারণ ছাড়াই ঠাণ্ডা হচ্ছে টিম হরটনস্ কফি
মন খারাপের স্মৃতি গুলো ক্রমে ঢেকে যাচ্ছে বরফ চাদরে
পরতে পরতে ভুলিয়ে দিচ্ছে কোলকাতার পথঘাট,
জীবনযাত্রা,

অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝে যেন কেবল একটা
পীচ ফল রাখা

আমি
বেশ কিছু সময় মুখে হাত রেখে পীচ ফলটাকে দেখি
আর ভাবি আত্মবিস্মৃতির আগে সব কিছু অকপটে
লিখে রাখাটা জরুরি

Transporting self to a distant place of belonging and delving deep into the nostalgic past constitutes the soul of the above poetry. The descriptions in harking back to the past give a slice of vivid visual of daily life from the heart of Bengal - the city of Kolkata; as though the poet's heart too belongs there. Isolation and intended self-exile ring throughout the lines, where the poet is seen constantly mediating between past and future. As the thought of the future hinders him from complete escape, the recollection of his homeland reiteratively haunts him in the foreign land. While tossed in between, the poet goes for unconcerned walks, grapples with directions, and dives into deep thought. Thus, the symbolic peach fruit, the reference of which appears as the title itself, sources the poet's stream of thought for being a constant reminder of his residing far away from his mother state. At last, the concluding remarks on the poet's urge to pen down everything flag the message of the portance of writing.